ফেডারেশন বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Bulletin of All India Federation of Bengali Buddhists)

বর্ষ ৯, সংখ্যা ৩২ | অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং | অক্টোবর-২০১৭/২৫৬১—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক কিছু কিছু কার্যাবলীর কারণে আমাদের মনে এমন সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করছিল যে তাতে আমাদের মনে হচ্ছিল মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা বিপর্যস্ত হয়ে পরবে। এ ছিল এক ভয়ঙ্কর বিপদজনক পরিস্থিতি। আধার কার্ডের জন্য সংগৃহীত আঙুলছাপ অথবা আইরিস স্ক্যান হতে প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে সহজলভ্য হলে সমাজে ব্যক্তি মানুষের কোন আব্রুই থাকতনা। গণতান্ত্রিক সমাজে এমনটা কি ভাবা যায়? মোবাইল কোম্পানী গুলির সার্ভিস প্রোভাইডাররা আমাদের মোবাইল নাম্বারগুলি বেশ কিছু ব্যক্তিমালিকানার কোম্পানীর কাছে বিক্রী করে বসে আছে আর আমরা সময়ে অসময়ে তাদের ডাক শুনে বিভ্রান্ত হচ্ছি, বিরক্ত হচ্ছি। এর কি কোন প্রতিকার আছে? হয়ত এই ধরনের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে আবেদন করতে হবে। কয়জন সাধারণ মানুষ সেই প্রক্রিয়া জানে? কয়জন আগ্রহী হয়ে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে? কাজেই বেশীর ভাগ ভোক্তাকে উপদ্রব সহ্য করতে হয়। একটা সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এমনটা ভাবা যায়না। স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের নাগরিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করছে। কিন্তু দেশের নাগরিকদের স্বার্থরক্ষাকারী প্রশাসনই যদি সেই কাজ করে তাহলে...?

শুভ প্রবারণা উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

এই বিষয়ে ভারত সরকারের আইন কোন স্পষ্ট বিধান দেয়নি। ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে কোন সংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়া ছিল না। ফলে মানুষকে ভুগতে হয়েছে।

১৯৫৪ সালে এম.পি. শর্মা ভার্সেস সতীশ চন্দ্রের মামলায় এফ. আই. আর. করা হয়েছে এমন এক ব্যক্তির নথি ও তথ্যাদি অনুসন্ধান ও দখল করার ক্ষেত্রে বির্তক উপস্থিত হয়েছিল। বিষয়টি তখন আটজন বিচারকের একটি সংবিধান বেঞ্চের সামনে আসে। তখন বিচারকের রায় ছিল যে 'ব্যক্তিগত গোপনীয়তা' ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পরেনা।

১৯৬২ সালে খড়ক সিং ভার্সেস স্টেট অব উত্তর প্রদেশ মামলায়, খড়ক সিং-এর যে কিনা ছিল একজন ডাকাত, তাকে স্বাধীন ভাবে সর্বত্র যাতায়াত করার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করার উপর বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে খড়ক সিং উত্তর প্রদেশের পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। সুপ্রীম কোর্টের ছয়জন বিচারকের একটি বেঞ্চ রায় দেন যে গোপনীয়তা কোন সংবিধান স্বীকৃত অধিকার নয়।

১৯৭৫ সালে গোবিন্দ ভার্সেস স্টেট অব মধ্যপ্রদেশ-এ গোবিন্দর বাড়িতে ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা রক্ষার অধিকারের প্রশ্নে সুপ্রমী কোর্ট বলেছিল যে গোপনীয়তার অধিকার মৌলিক অধিকার ঠিকই তবে তা পরম নয়।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

"ধর্মপদের পদরেণুতে পরিতৃপ্ত হয়ে পরিনিষ্পিন্ন হল সত্যের সিংহদ্বার"

পণ্ডিত ধর্মধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে মধ্যকলিকাতাস্থ "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবনে" ২০১৭ তম বর্ষের জুলাই মাসে আয়োজিত হল (প্রতি শনিবার ও রবিবার দুপুর ৩টা-৬টা) একমাসব্যাপী 'ধম্মপদ'-এর তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিদ্যার অনুশীলন। ত্রিপিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ "সুত্তপিটকে'র (খুদ্দকণিকায়ের) অন্তভুক্ত 'ধম্মপদ' গ্রন্থের বিশ্ববিদিত পরিব্যাপ্তি যেরূপ হৃদয়ান্বিত দৃষ্টিতে, মানব-সমাজ ও মানসিক প্রবৃত্তিকে ব্যাধি-যুক্ত করে সমাধি ভাবনার পথে ভাবিত করেছে, তার যৌক্তিকতা ও দার্শনিকতা উভয় দিক-কে সম্মুখে রেখেই আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস নির্বিঘ্ন চিত্তে সকলের দ্বারা প্রত্যার্পিত হয়েছে। ২৩শে জুলাই এইরূপ কর্মশালাটির শুভ উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পালি বিভাগের' অধ্যাপিকা ড. শাশ্বতী মুৎসুদ্দি এবং সভাপতিত্ব করেন ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া। উক্ত দিন আলোচ্য বিষয়ের উপস্থাপনে ন্যাস্ত ছিলেন বিশিষ্ট বিদর্শনাচার্য ধর্মপ্রাণ-শুচিগবেষক শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির; বিষয় ছিল— "A general Introduction on the Etymological meaning of 'DHAMMA"। উক্ত কর্মশালার পরবর্তী দিনগুলির শিক্ষকমণ্ডলী ও তাঁদের আলোচ্য বিষয়সূচী নিম্নে বর্ণিত হল—

তারিখ	বিষয়	শিক্ষক
২৯.০৭.২০১৭	'Yamaka Vagga'	Dr. Piyali Chakraborty
৩০.০৭.২০১৭	'Yamaka Vagga'	Dr. Piyali Chakraborty
০৫.০৮.২০১৭	'Mala Vagga'	Sri Satyajit Paul
০৬.০৮.২০১৭	'Mala Vagga'	Smt. Bandana Bhattacharya
১২.০৮.২০১৭	'Puppha Vagga'	Dr. Bandana Mukherjee
১৩.০৮.২০১৭	'Jara Vagga'	Dr. Ratansri Mahastavir
১৯.০৮.২০১৭	'Jara Vagga'	Prof. Dr. Manikuntala De Halder

বিগত ১৯শে আগস্ট ২০১৭, 'ধম্মপদ' বিষয়ক এইরূপ কর্মশালার সমাপন দবনে 'শীলের-আচরণ'; 'সমাধিতে-উত্তরণ' এবং 'প্রজ্ঞার-উন্মীলন' -এর প্রাসঙ্গিকতায় 'শমথ ও বিদর্শন' ভাবনা কিরূপে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিক্রিয়ার পক্ষাঘাতকে পরাজিত করে এবং অনপেক্ষ ও উদাসীন অবস্থায় উপনীত করে—তদ্বিষয়ের পরিপূর্ণরূপে আলোকপাত করেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহাশয়। পরবর্তী ক্ষনে ধর্মরূপ সত্যের বিশেষ অর্থ (পারমার্থিক)

চতুর্থ পৃষ্ঠা দেখুন

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

এইসব রায়ের প্রেক্ষিতে প্রশাসন যে আরো কয়েকপা এগিয়ে দেশের সমস্ত নাগরিককে নিজের কব্জায় রাখার প্রচেষ্টা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ প্রশাসনে আসীন সব ব্যক্তিরাই রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাদের দৃষ্টি ভঙ্গী বিচারবোধ সবই রাজনৈতিক ভাবনা প্রসূত।

আধার কার্ড যখন প্রথম চালু হলো তখন একে একটি পরিচয় সূচক নথি বা কার্ড হিসেবে বলা হয়েছিল। এটাও বলা হয়েছিল যে এই কার্ড আবশ্যিক নয়। পরবর্তী কালে গ্যাসের সঙ্গে একে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। না হলে গ্যাসের সাবসিডি দেওয়া হবেনা। মানুষ তখন পড়ি কি মরি করে ছোটাছুটি করে কার্ড বানিয়ে নিল। পরে ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার জুড়ে দেওয়া হলো। প্যান কার্ডের সাথেও একে জুড়ে দেওয়া হলো। এই ভাবে আধার কার্ডের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের সব তথ্যই প্রশাসনের ঘরে ঢুকে গেল। আধার কার্ডকে সমস্ত ভারতীয়ের জন্য একটি ১২ সংখ্যার বিশেষ পরিচয় পত্র হিসেবে আবশ্যিক করে তোলা হলো।

এমতাবস্থায় সুপ্রীম কোর্টের নয়জন বিচারকের একটি বেঞ্চ সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গোপনীয়তা ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ২১-এর একটি অভ্যন্তরীণ অংশ যা নাগরিকের জীবন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করে। এক ঐতিহাসিক রায়ই বটে। ন্যায়ালয়ের পূর্বাপূর্ব মতকে অতিক্রম করে গণতান্ত্রিক অধিকারকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হলো যে দেশের সমস্ত নাগরিক একে একযোগে অভিবাদন জানালো। বস্তুতপক্ষে সুপ্রীম কোর্ট এমন একটা রায় প্রদান করে ভারতের সংবিধানের মহত্ব আবার প্রমাণ করল। প্রমাণ করল যে ভারতের নাগরিকদের যে ক্ষমতা বা সম্মান তাদের সংবিধান দিয়েছে তা রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব পালনের কাজে বিচার ব্যবস্থা সদা সচেতন। বিপুল ভোটে জিতে আসা কোন রাজনৈতিক দল যদি তাতে হস্তক্ষেপ করতে যায়ও তখন সে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আমরাও দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই অভিমতকে অভবাদন করি। দেশের প্রশাসনিক কর্তারা প্রশাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক ভাবনার উর্ধে উঠে জনগণের স্বার্থের রক্ষক হবে গণতন্ত্রে এমনটাই হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সময় বদলে গেছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষেরা ভাবনাও বদলে গেছে। সব রাজনৈতিক দলের এখন একটাই লক্ষ্য ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশের। দেশের ভাবনা, দেশত্ববোধের ভাবনা তাদের কাছে বাতুলতা। তারা এখন ভোটের রাজনীতি করতেই বেশী ব্যস্ত।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য কিন্তু একথা বলেনা। আমরা প্রাচীন ভারতের ষোড়শ জনপদের সময়ের কথাই যদি ধরি, দেখবো সেই সময়ের ছোট ছোট গণরাজ্যগুলির শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল। কেমন ছিল বজ্জিদের শাসন ব্যবস্থা, কেমন ছিল শাক্যদের শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। আসলে সেই সময় গৌতমবুদ্ধের প্রভাব ছিল বেশী। তাঁর ন্যায় নীতির আদর্শ, তাঁর মৈত্রী ভাবনা, তাঁর পঞ্চশীলের নীতি, তাঁর অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইত্যাদি সেই সময় মানুষকে এত বেশী প্রভাবিত করেছিল যে একটা সুশীল সমাজ গড়ে উঠেছিল। একটা প্রজামঙ্গল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরও প্রায় আট'শ বছর পরে সম্রাট অশোকের সময়ে সেই প্রজামঙ্গল শাসন ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে প্রকাশিত হলো। সুন্দর রাস্তা নির্মিত হলো, রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপন করা হলো, স্নানাগার নির্মিত হলো, সম্ভাগারে সবাই মিলিত হয়ে নিজের নিজের মত রাখার সুযোগ পেলো। আর বুদ্ধের মত, যা এমন এক প্রজামঙ্গল সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে ছিল, তার প্রচার হোলো। সে প্রচার শুধু ভারতবর্ষে নয় ভারতবর্ষের বাইরে শ্রীলঙ্কায়, তিব্বতে, চীনদেশে ছড়িয়ে পরল। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে বর্হিবিশ্বের মানুষের মনে এই মতবাদ এমন ভাবে গ্রথিত হলো যে ভারতভূমি থেকে তা অবলুপ্ত হয়ে গেলেও তারা একে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন হিসেবে আকড়ে ধরল।

আজ আমাদের দেশে সেই ভাবনার প্রয়োজনীয়তার কথা এখন পদে পদে অনুভূত হচ্ছে। রাজনৈতিক এবং সমাজ নেতাদের কেউ কেউ সেই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন বটে। তবে তাদের উপলব্ধির সেই জোর তত তীব্র নয়।

তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচরপতিরা যে মতামত জানিয়েছেন তা গভীর মানবতা বোধের পরিচায়ক। বুদ্ধের মতবাদেও বিশুদ্ধ মানবতা বোধেরই প্রকাশ। তাহলে একে বুদ্ধ ভাবনার ব্যবহারিক প্রয়োগ বলা যায় কি?

পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী পালন

বিগত ২৭শে জুলাই ২০১৭ (বৃহস্পতিবার) ভারতীয় সংঘরাজ ভি(মহাসভার প্রথম সংঘরাজ তথা পালি ভাষা এবং সাহিত্যের প্রবাদ-প্রতিম শি(ক-গবেষক ''পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের'' ১১৭তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালিত হল মধ্যকোলকাতাস্থ মহাস্থবিরের নামাঙ্কিত ''ধর্মাধার শতবার্ষিকি ভবনের'' প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানের যৌথ আয়োজক ছিলেন ''পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'', নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন'' এবং সহায়ক সংস্থা ''বিদর্শন শি(া কেন্দ্র''। এইদিনের অনুষ্ঠানে সকালে পঞ্চশীল গ্রহণ, বুদ্ধপূজা, মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মৃতিচারণ এবং সঙ্ঘদানের কর্মসূচী ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। এতদুপল(্যে ২৯শে জুলাই ''পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির নবম স্মারক বক্তৃ(তা'' প্রদান করেন বিশিষ্ট শি(াবিদ তথা সমাজকর্মী ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া। বক্তৃ(তার বিষয় ছিল— ''বুদ্ধের মত ও পথ''। বুদ্ধের শি(ায় মানবিকতার সর্বজনীনতা সম্পর্কে গবেষণামূলক বি(-ষণ এই আলোচনায় বারে বারে অনুরনিত হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে মানবতার যে নানাবিধ গুণাবলীর কথা আলোচিত হচ্ছে তার উৎস স্থল হল বুদ্ধের শি(ার ''মানবতাবাদ''। উপস্থিত সুধীবৃন্দ এই মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহী আলোচনাটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কলিকাতা বি(বিদ্যালয়ের ''বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগের'' অধ্যাপিকা ড. পিয়ালী চক্র(বর্তী ''পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরকে'' প্রকৃত ধর্মের আধার হিসাবে তাঁর বক্তৃ(ব্যে তুলে ধরেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃ(তা প্রদান করেন কলিকাতা বি(বিদ্যালয়ের বৌদ্ধ অধ্যায়ন বিভাগের বিভাগীয়-প্রধান অধ্যাপিকা ড. ঐ(র্যে বি(াস, পৌরহিত্য করেন বিদর্শন শি(া কেন্দ্রের অধ্য(শ্রীমৎ বুদ্ধ র(িত মহাস্থবির।

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংঠনের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শনিবার অপরাহ(৫.৩০ ঘটিকায় ৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারী রোড) কলকাতা-১৫ সংগঠনের নিজস্ব অফিসে নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন তথা All India Federation of Bengali Buddhists-এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় পৌরহিত্য করেন সংগঠনের সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়। বর্তমান সময়ে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের নানাবিধ সমস্যা, যথা—সরকার প্রদত্ত শংসাপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কিত সমস্যা, যুবক যুবতীদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা প্রমুখ নানাবিধ বিষয় সভায় আলোচিত হয়। উপস্থিত সকলে এই আশাপোষণ করেন যে, সংগঠন আলোচিত বিষয় সমূহ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবে এবং সমাধানের (ত্রে উপযুক্ত(ভূমিকা পালন করবে।

রবীন্দ্র সদনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার ১২৫ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

কলকাতা ১১ই অক্টোবর, রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল বৌধ ধর্মাঙ্কুর সভার ১২৫-তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সূচনা করা হয় ভিক্ষুদের সূত্রপাঠের মাধ্যমে। সূত্র পাঠের পর অনুষ্ঠিত হয় প্রখ্যাত সানাই বাদক হাসান হায়দার খানের মাঙ্গলিক সানাই বাদন, অতঃপর প্রদর্শিত হয় বুদ্ধপ্রণাম নৃত্যনাট্য। এই নাট্য অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় সভার কার্য্যক্রম। সভায় পৌরহিত্ব করেন ধর্মাঙ্কুর সভার সভাপতি শ্রী পঙ্কজ কুমার দত্ত। সভায় প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীহেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী। তিনি তার ভাষণে বলেন যে, কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির ১৮৯২ সালে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের জন্মলগ্ন থেকে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। এঁরা হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিনাথ দে, এ. কে. ফজলুল হক, মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, দলাই লামা, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান প্রমুখ। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য কৃপাশরণ মহাস্থবির ১৯০৮ সালে প্রকাশ করেন "জগজ্যোতি পত্রিকা। এই কাজে তাকে সাহায্য করতেন শ্রমন পূর্ণানন্দ সামী। আজকের অনুষ্ঠানে এই পত্রিকার একটি দ্বিভাষিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক পি. সীবলী থের, এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সত্যব্রত চক্রবর্তী ও শ্রী অভিজিৎ চৌধুরী। বক্তা সীবলী থের তাঁর ভাষণে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ও কলকাতাস্থ মহাবোধি সোসাইটির ইতিহাস ও সেই সঙ্গে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জন্মলগ্ন থেকে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার ইতিহাস বর্ণনা করেন। অধ্যাপক সত্যব্রত চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়দ্বয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ করে সেগুলিকে এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষণ করার বিষয় নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। অভিজিৎ চৌধুরী তার সংক্ষিপ্ত ভাষনে সমবেত সকলকে মৈত্রী পূর্ণভাবে সদ্ধর্মের উন্নতি কল্পে সকলকে একতাবদ্ধ হয়ে শান্তিতে থাকার জন্য আবেদন করেন।

এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শ্রী তীর্থ বন্দ্যোপাধ্যায় সহজিয়া গান পরিবেশন করেন। গানের পর বুদ্ধের জীবন ও দর্শন নিয়ে রচিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের "তথাগত" নাটক রঙ্গপাট সংস্থ মঞ্চস্থ করে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন শ্রী অমলেন্দু চৌধুরী ও শ্রীমতি মধুশ্রী চৌধুরী।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhist একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই প্রাপ্ত হবেন। আমাদের প্রত্যাশা অপানাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের সদ্ধম্মে (বৌদ্ধধর্মে) প্রত্যাবর্তনের ৬২তম দিবস উদ্‌যাপন

বিগত ১৪ই অক্টোবর ২০১৭ সোনারপুরের "সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউট" সভাঘরে বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের বৌদ্ধ আদর্শ গ্রহণের (সদ্ধম্মে প্রত্যাবর্তন) ৬২ তম দিবস উদ্‌যাপিত হল সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিলেন বৌদ্ধ মহামিলন সংঘ। এছাড়া সহায়তা করেছেন বৌদ্ধ দর্শন পাঠচক্র, মূলনিবাসী সমিতি, ডায়মন্ডহারবার চাষী কৈবর্ত সমিতি, পৌন্ড মহাসঙ্গ, সোনারপুর ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতিরক্ষা মঞ্চ, দক্ষিণ ২৪-পরগণা সংগ্রামী ১৪ই এপ্রিল কমিটি, আদিবাসী কল্যাণ সমিতি, এস.সি—এস.টি-ও.বি.সি ফোরাম প্রমুখ। সভায় আলোচকরা বুদ্ধ প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চশীল, দশ পারমিতা, চার বৌধসত্য, চার চূড়ান্ত সত্যের ব্যাখ্যা তথা বৌদ্ধজাতীয়তাবাদই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের দজন প্রধান-উপাসিকা, শ্রীমতি সোনালী মুৎসুর্দি এবং শ্রীমতি নিকুন্তলা বড়ুয়া সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তাদের স্মৃতিতে বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ কেন্দ্রের প্রার্থনা কক্ষে এক স্মরণ সভা আয়োজিত হয়। পঞ্চশীল গ্রহণ এবং স্মৃতি চারণের মাধ্যমে উপাসিকাদের বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ধর্ম্মের প্রতি অনুগত্যতা বারংবার উচ্চারিত হয়। উপস্থিত সকলে উপাসিকাদের নির্বাণ শান্তি প্রার্থনা করেন।

সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে চাকমা ও হাজংদের স্বীকৃতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি ১৩ই সেপ্টেম্বর, চামকপা ও হাজং শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৫ সালে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তবে এই নাগরিকত্ব অবাধ হচ্ছে না। চাক্মা হাজংরা জমির মালিক হতে পারবে না। অরুণাচলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবিকে মান্যতা দিতেই এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন চাকমা ও হাজং উপজাতী শ্রেণীর মানুষরা। চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের বাস ছিল। ১৯৬০ সালে কাপতাই বাঁধ প্রকল্প তৈরির সময় এদের ভিটেমাটি ভেসে যায়। তখন তাঁরা নিজ-ভূমি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রায় ছয়দশকের এই শরনার্থীরা অবশেষে দীর্ঘ পেক্ষার পর ভারতের নাগরিকত্ব পাচ্ছেন।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্তে সিলমোহনর পড়ে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেখাখান্ডু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজুজু, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের উপস্থিতিতে এই বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে রিজুজু বলেন, শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে মর্যাদা দিতে হয়। সেই ১৯৬৪ সাল থেকে চাকমারা অরুণাচলে রয়েছে। রিজুজু আরও জানান চাকমাদের তফসিলি উপজাতি তকমা থাকছে।

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন আমাদের প্রকাশনা ফাণ্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

"ধর্মপদের পদরেণুতে পরিতৃপ্ত ১ম পাতার পর

কিরূপে পর্যায়ক্রমে ত্যাগের পথে সমর্পিত হতে সহায়ক হয় এবং ধর্মাতিরেক ধর্মে অবধৈত করে—তদ্বিষয়ের বিশ্লেষণ সভাস্থিত অন্যান্য গুণীজনের দ্বারা বিবৃত হয়। অন্তিম ক্ষনে পন্ডিত ধর্মধার মহাস্থবির মহাশয়ের জীবনালোক কিরূপে 'বুদ্ধের মত ও পথ' রূপে পাথেয় হয়েছে তার যথোচিত বিবরণ উপস্থাপিত করেন উক্ত প্রতিধানের সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া বুদ্ধবচনের সার-সংগ্রহ এবং 'অভিধর্মের প্রথম সোপান রূপে সমাদৃত এইরূপ শাস্ত্রীয় গ্রন্থের (ধম্মপদের) কালাংশিক চর্চার অনুবর্তনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষার্থীগন একমাসব্যাপী এই কর্মশালায় তাদের স্বকীয় অভিব্যক্তি কে প্রকাশ করেন এবং অনুষ্ঠানের অন্তে শিক্ষাথীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

উক্ত কর্মশালায় সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাষট্টি জন এবং একদিনের উপস্থিতির হিসাবে সর্বোচ্চ একান্ন জন শিক্ষার্থী ছিলেন। বয়সের নিরিখে ১৮-৭০ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীও পরিলক্ষিত হয়, এমনকি সুদূর কাকদ্বীপ, গোসাবা, শ্যামনগর, জোকা, সাত্রাগাছি, ইছাপুর, জয়পুর, বাগনান এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরে— বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এছাড়া সুদূর বাংলাদেশ থেকেও শিক্ষার্থীগণ এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের উপস্থিতি ও বহুকর্মব্যস্ততাকে অতিক্রম করে বৌদ্ধচর্চার অমৃতসুধা আস্বাদনে ও মানবধর্মের পরিপালনের তাগিদে এগিয়ে আসা শিক্ষাক মন্ডলীর বিনম্রতা ও ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় কর্মশালাটি সার্থকতা পায় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে।

—প্রতিবেদক শ্রী সত্যজিৎ পাল

রোহিঙ্গা শরনার্থীদের প্রতি বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সহানুভূতি

কক্সবাজার ১৫ই সেপ্টেম্বর, গত আগস্ট মাসের ২৫ তারিখ থেকে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ থেকে রোহিঙ্গা মুসলমানরা বিতারিত হয়ে কাতারে কাতারে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকে নাকনদী পার হয়ে। হঠাৎ করে বহু সংখ্যক শরনার্থী আসাতে বাংলাদেশ সরকারের নাভিশ্বাস ওঠে। মায়ানমারের আরাকান হল বাংলাদেশ সীমান্তের অঞ্চল। এখানকার আধিবাদীরা বেশীর ভাগই রোহিঙ্গা মুসলমান। এই অঞ্চলের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে ১৫১ সাল নাগাদ আরাকানে বৌদ্ধ রাজত্ব পত্তন হয়। সেই সময়ে মগধ থেকে আগত বৌদ্ধ সেনারা সেখানাকর আধিবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করে তোলেন। আরাকানে আরবদেশের বনিকদের আনাগোনা শুরু ৬৬০ সালের মধ্যে। রাজা মহতের সময়ে বসবাদের অনুমতি পেয়ে তারা ক্রমশ আরাকানি সমাজের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে, স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করে। এ ভাবেই ক্রমশ আরাকান আরব বনিকদের দ্বিতীয় নিবাস হয়ে ওঠে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে রোহিঙ্গারা বাঙ্গালী নয় এবং কোন কালেও ছিল না। এরা প্রকৃত পক্ষে আরবিয় বহিরাগতদের সঙ্গে স্থানীয় আরকানিদের বিবাহ সম্পর্কেই গড়ে ওঠে আজকের রোহিঙ্গা সমাজ। তাদের মুখের বুলিও আদৌ বাংলা নয়। ইতিহাস বলছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোহিঙ্গাদের উগ্রতাও বৌদ্ধধর্মের অবমাননা করার অভ্যাস এ জন্য দায়ী। তারা স্থানীয় মগদেরকেও বিতারিত কর দেয়।

২০১২ সালে সংখ্য শুরু বৌদ্ধদের সঙ্গে ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে রাখাইনে দাঙ্গা হয়। তারপর তৈরি হয় "আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি" বা "আরসা' নামে একটি জঙ্গী গোষ্ঠি। এই গোষ্ঠির প্রধানের নাম হল 'আতা উল্লা'। তার জন্ম পাকিস্তানে। বেড়ে ওঠে সৌদি আরবে। গত আগস্ট মাসের ২৫ তারিখে মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে একাধিকবার পুলিশ চৌকিতে হামলা চালায় 'আরসা'। নিহত হন ১২ জন পুলিশ কর্মী। তারপর শুরু হয় পাল্টা সামরিক অভিযান। তার ফলে উক্ত তারিখের পর থেকে রোহিঙ্গরা নিজ ভূমি থেকে প্রানের ভয়ে আশ্রয়ের জন্য চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে আসতে থাকে। হঠাৎ বহু সংখ্যক শরনার্থী আসাতে বাংলাদেশ রকারের নাভিশ্বাস ওঠে। তার মধ্যে নতুনভাবে মাথা সমস্যা হয় বাংলাদেশের সংখ্যালঘু বৌদ্ধদের নিরাপত্তা নিয়ে, কারণ সম্প্রদায় গত কারণে বৌদ্ধদের উপর রাগ রোহিঙ্গাদের বেশী। যে কোন সময়ে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা বৌদ্ধদের উপর হামলা করতে পারে। এজন্য কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, উখিয়া, ঢাকা, টেকনাফের বৌদ্ধ বিহারগুলিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে সরকার পুলিশ দিয়ে।

কক্সবাজারের পুলিশ প্রধান ইকবাল হোসেন বলেন যে, ১৪৫টি বৌদ্ধ বিহারে ৫৫০ জন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে। এছাড়া তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্টও। সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে নয়া কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে এত কড়াকড়ি কেন? উত্তরে বৌদ্ধ সমাজের আইনজীবি জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধরা নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন।

রোহিঙ্গাদের ওপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদে বাংলাদেশের বৌদ্ধরাও সামিল হয়েছেন এবং মায়ানমার সরকারের কাছে সমস্যা সমাধানের আর্জিও জানিয়েছেন। মায়ানমারের পরিস্থিতির রেশ ধরে বাংলাদেশের বৌদ্ধরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় পাচ্ছেন। সেই ভয় পুলিশের মনেও। বৌদ্ধরা বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যার এক শতাংশেরও কম। তারা কিন্তু অতীতে একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছেন। এবার তাই বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রদায়িক অশান্তি এড়াতে আগে থেকে সজাগ হয়েছে।

মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নের প্রতিবাদে এবার প্রবারণা পূর্ণিমায় 'ফানুস' উৎসব না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা। ফানুস উৎসবের ওই টাকা তারা কক্সবাজারের শরনার্থী শিবিরে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্ত জানাল সমিমলিত বৌদ্ধ সমাজ। সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে বলা হয় যে বাংলাদেশের বৌদ্দ সম্প্রদায় আপামর মানুষেণ সঙ্গে একাত্ম হয়ে রোহঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমার ফানুস উৎসব থেকে বিরত থাকবে। এই উৎসবে কঠিন চীবর দান সহ ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ৫ই অক্টোবর এবারের প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রবারণা পূর্ণিমায় ফানুস ওড়ানোর ধর্মীয় আচার থেকে বিরত থাকতে সংঘনায়ক শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথেরো বৌদ্ধদের প্রতি আবেদন করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন "আমাদের বৌদ্ধ ধর্মীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা "ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব বুড্ডিস্ট" সহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শান্তিকামী জনতার সঙ্গে আমাদের দাবি, মায়নামারে রোহিঙ্গাদের উপর নিপীড়ন বন্ধ হোক।" তিনি আরও বলেন যে, তাঁদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল মায়ানমারে গিয়ে সে দেশের সরকার ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। বাংলাদেশ সরকারও মায়ানমার দূতাবাসের অনুমতি পেলে তাঁরা সেটা করবেন।

—প্রতিবেদক ঃ শ্রী অমূল্যরঞ্জন বড়ুয়া

বাংলাদেশে প্রকাশিত হল ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ

রাঙ্গামাটি ২৫শে আগস্ট, বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হল রাঙ্গামাটি "রাজবন বিহারে" এক আনন্দ মুখর উৎসবানুষ্ঠানে। এই প্রান্তের মোড়ক উন্মোচনের সময় সা-ধু, সা-ধু ধ্বনিতে পুরো রাজবন বিহার মুখরিত হয়ে ওঠে। পালি ভাষায় রচিত ৫৯ খন্ডের ত্রিপিটক বাংলায় ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হল। এই উপলক্ষ্যে দুই পর্বে এই দিনের অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। প্রথম পর্বে ছিল বৌদ্ধ সম্মেলন, ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহণ, সংঘদান, বুদ্ধমূর্ত্তিদান, ধর্মদেশনাসহ ভিক্ষু সংঘকে পিন্ডদান। দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয় বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। এই পর্বে ছিল ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ ও পবিত্র ত্রিপিটক উৎসর্গ, ত্রিপিটকের মোড়ক উন্মোচন, আমন্ত্রিত বরেণ্যদের মধ্যে ত্রিপিটক বিতরণ ও ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনা। বাংলা ত্রিপিটকের মোড়ক উন্মোচন করেন বনভান্তে শিষ্য সংঘের শীর্ষ শুরু প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্থবির ও চাকমা রাজার স্ত্রী রানী ইয়ান ইয়ান রায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্যও বাংলা ত্রিপিটকের এক সেট কপি দেওয়া হয়। এই কপিগুলি গ্রহণ করেন জেলা আওয়ামি লিগের সহ সভাপতি নিখিল কুমার চাকমা।

বি.জে.পি. নামে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশকরল নতুন দল 'বাংলাদেশ জনতা পার্টি'

ঢাকা ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতে ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির আদলে প্রতিবেশী বাংলাদেশেও নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, আদিবাদী পার্টি এবং সমমনস্ক অর্ধশতাধিক সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে "বাংলাদেশ জনতা পার্টি' (বি.জে.পি.)

এই দলটি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় এই রাজনৈতিক দল গঠনের কথা সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য ২০১৪ সালে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান আদিবাসী পার্টি গঠিত হয়। এই সব পার্টির উদ্যোগে আরও কিছু সংগঠন নিয়ে বি.জে.পি আত্মপ্রকাশ করল।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আদিবাসী পার্টি ছাড়াওএই নতুন দলে যুক্ত হয়েছে মুক্তির আহ্বান, বাংলাদেশ সচেতন সংঘ, জাগো হিন্দু পরিষদ, আনন্দ আশ্রম, হিন্দ লিগ, সনাতন আর্য্য সংঘ, বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ঠ ফেডারেশন, বাংলাদেশ মাইনরিটি ফ্রন্ট, হিউম্যান রাইটস ও হিন্দু ঐক্য জোট সহ বিভিন্ন সংগঠন। এই নতুন দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন—হিন্দু, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আদিবাসী দলের সভাপতি শ্রী মিঠুন চৌধুরী। এবং মহাসচিব হলেন দেবাশীষ সাহা। দলের যুবশাখার সচিব হলেন শ্রী আশিক ঘোষ। সাংবাদিকেরা জানতে চান বি.জে.পি. কি কোন ধর্মীয় দল। উত্তরে মিঠুন চৌধুরী বলেন—'এটি মুক্তি যুদ্ধের সপক্ষের একটি দল।'

ফেডারেশন বার্তার কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রী আশীষ বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, **প্রকাশক**—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া, **সাধারণ সম্পাদক**—নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন।

ডোকালাম প্রসঙ্গে দলাই লামার মন্তব্য

নয়াদিল্লী ৯ আগস্ট, ডোকালাম নিয়ে মুখ খুললেন প্রবীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দলাই লামা। তাঁর মন্তব্য, সঙ্কট এমন কিছু বড় বিষয় নয়, তবে বিরোধ মিটিয়ে নিতে হবে দুই পক্ষকে। যেহেতু দুইটি দেশকে পাশাপাশি থাকতে হবে। সেই সঙ্গে খোঁচা দিয়েছেন চিনকেও। বলেছেন, যে দেশে স্বাধীনতা নেই সে দেশকে তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর আশা, তিব্বতিদের দেখে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি একদিন গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে শিখবে। ডোকালাম নিয়ে ভারতের সঙ্গে চিনের যে বিবাদ চলছে, তাঁর প্রেক্ষিতে দলাই লামা এই প্রথম মুখ খুললেন।

ডোকালাম নিয়ে ভারতের সঙ্গে চিনের বিবাদ গত দু'মাস ধরে। ভারত চাইছে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নিতে। কিন্তু চীন একটি শর্ত চাপিয়েছে। চিনের শর্ত হল, ডোকালাম থেকে ভারতের সেনা সরাতে হবে। চিন শর্ত দেওয়ায় ভারতও চিনের ওপর পাল্টা শর্ত চাপিয়ে দেয়। ভারতও চিনকে বলেছে, সেনা যদি সরাতে হয়, তাহলে চিনকেও সরাতে হবে। এই পরিস্থিতিতে প্রবীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মুখ খুললেন। দলাই লামা বলেছেন, ডোকালাম নিয়ে সমস্যা একেবারেই গুরুতর নয়। দুটি দেশই শক্তিশীল। সে কারণেই পারস্পরিক সংঘাত এড়িয়ে চলা জরুরি। এই প্রসঙ্গে নেহেরুর উক্তি টেনে দলাই লাম বলেন, "হিন্দি চিনি ভাই ভাই-ই হল একমাত্র সমাধানের পথ। দুটি দেশই বড়। দুইদেশকে পাশাপাশি থাকতে হবে।"

দলিতদের ভীমসেনা নেতাকে হত্যার চেষ্টা

মীরাট ২৯শে জুলাই, বহু চেষ্টার পর পুলিশ গ্রেফতার করতে পেরেছিল উত্তর প্রদেশের ভীমসেনা সুপ্রিমো চন্দ্রশেখরকে। এখন দলিতদের একটি গোষ্টি অভিযোগ তুলেছে জেলের মধ্যেই চন্দ্রশেখর আক্রান্ত হয়েছেন। জেলের মধ্যেই তাঁকে আক্রমণ করেছে অন্যান্য কয়েদিরা। এই অভিযোগ নিয়ে পথে নেমেছে দলিত গোষ্ঠী। সাহারানপুরের ডি. এম. অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় তারা। উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইমরান মাসুদ, চন্দ্রশেখরের উপর আক্রমনের অভযোগ তদন্ত করে দেখা ও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলায় বিষয়টি বেশী গুরুত্ব পেয়েছে। সাহারানপুর জেলা প্রশাসন অবশ্য জানিয়েছেন, চন্দ্রশেখরকে জেলে আলাদা ব্যারাকে রাখা হয়েছে। তার উপর কোনও আক্রমনের ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে মীরাটে দলিত ও ঠাকুরদের সংঘর্ষের সময় ভীমসেনার নাম সংবাদ শিরোনামে আসে।

বিরোধীদের বক্তব্য হল বর্তমান সময়ে সংখ্যালঘু ও দলিতদের উপরে হামলা যেমন বেড়েছে তেমনি খারাপ হয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কও।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালী বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ফটো দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৬-৮টা পর্যন্ত।

স্থান ঃ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র

৫০টি/১সি, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড), কোল-১৫

বিশেষ প্রয়োজনে ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭

ব্লক-টি, ফ্ল্যাট-১, ৪০/১, ট্যাংরা হাউসিং স্টেট, কোলকাতা-১৫

বিদর্শন ভাবনা শিবির

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজির অনুমোদিত সোদপুরের "ধর্মগঙ্গায়" আগামী তিনমাসের দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদি ধ্যান শিবিরের সময় সারণী নিম্নরূপ—

দশদিনের ধ্যান শিবির—

২৫শে অক্টোবর—৫ই নভেম্বর, ২০১৭

৮ই—১৯শে নভেম্বর, ২০১৭

২২শে নভেম্বর—৩রা ডিসেম্বর, ২০১৭

৬ই—১৭ই ডিসেম্বর, ২০১৭

২০শে—৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭

৩রা—১৪ই জানুয়ারী, ২০১৮

১৭ই—২৮শে জানুয়ারী, ২০১৮

৩১শে জানুয়ারী—১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

একদিনের ধ্যান শিবির—

২২শে অক্টোবর, ২০১৭

৫ই নভেম্বর, ২০১৭

১৯শে নভেম্বর, ২০১৭

৩রা ডিসেম্বর, ২০১৭

১৭ই ডিসেম্বর, ২০১৭

শিশুদের একদিনে ধ্যান শিবির—

১৯শে নভেম্বর, ২০১৭

১৭ই ডিসেম্বর, ২০১৭

১লা অক্টোবর, ২০১৭

যোগাযোগ : ফোন ০৩৩-২৫৫৩২৮৫৫, ২২৩০৩৬৮৬, ২৩৩১১৩১৭ ; e-mail: info@ganga.dhamma.org

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act-এর আওতাভুক্ত(জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা ক(ক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং র(ণাবে(ণের দায়িত্ব দেওয়া হউক "Archaeological Survey of India"কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও 'মঘ' উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের "Buddha Gaya Temple Management Act"—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং মহাবোধি মহাবিহার বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, এবং Management Committe-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধ জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রত্রি(য়া ত্বরান্বিত করা হউক।

(চ) ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গু(ত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

পাত্র চাই/পাত্রী চাই

১। **পাত্রী :** বয়স ৩৮+, শিক্ষাগত যোগ্যতা : B.Sc & MCA, উচ্চতা ৬ ফুট, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830836385।

২। **পাত্রী :** সুশ্রী, M.Sc. পাশ, উচ্চতা- ′ ″ বয়স-২৬, সোদপুর নিবাসী। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্কের এ্যসি. ম্যানেজার, যোগযোগ : 9433856958 / 8017657511।

৩। **পাত্র :** বয়স : ৩৩, কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষাগত যোগ্যতা : MSC, Ph.D, উচ্চতা- । যোগাযোগ : 9433573344, নিউব্যারাকপুর।

৪। **পাত্রী :** বয়স : ২৮ বৎসর, Osmania University-র MBA এবং TATA সংস্থায় কর্মরতা, সুশ্রী, হায়দরাবাদ নিবাসী। যোগাযোগ : 07416134200

৫। **পাত্র :** স্নাতক, বয়স-২৭, পিতা- অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, বাসস্থান- শিলিগুড়ি, পেশা- চাকরী (বেসরকারী), মাসিক আয়- ২৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : 98327-96665, 96743-84781।

৬। পাত্র : স্নাতক, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত (ইলেকট্রিসিয়ান), বয়স ৩২, শিক্ষা- H.S. নিবাস- বেনাচিতি, দুর্গাপুর, যোগাযোগ : 9614128195।

৭। **পাত্র :** বয়স-৩৪, উচ্চতা- , রাজ্য পুলিশে কর্মরত, উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নিবাস : দত্তপুপকুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), যোগাযোগ : 9748255015

৮। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, সরকারি কলেজের Office Administration, কর্মরতা। বয়স- ২৬, শিক্ষা : B.Tech; উচ্চতা- ।

৯। **পাত্র :** ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, DVC-র জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, যোগাযোগ : 9830399341/8759017548।

১০। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9836548282।

১১। **পাত্র :** দিল্লী এয়ারপোর্টের ডেপুটি ম্যানেজার, বয়স ৩২, স্নাতক এবং এয়ারপোর্ট টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা, যোগাযোগ : 09163934609 ইমেল subrotobarua@hotmail.com।

১২। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, বয়স- ৩৮ বৎসর, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8420340686।

১৩। **পাত্রী :** হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা- , সঙ্গীতে পারদর্শী। যোগাযোগ : 8420340686।

১৪। **পাত্র :** গড়িয়া নিবাসী, এডভোকেট, বি.এ., এল.এল.বি. (অনার্স) বয়স-৩২, উচ্চতা- ইঞ্চি, প্রথম বিবাহের ৫ মাস পরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। ′ ″ যোগাযোগ : 033-243088056, 9830017916, 9748281589।

১৫। **পাত্রী :** সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩১, উচ্চতা- ইঞ্চি। রং ফর্সা, যোগাযোগ : 9433806800, 8981682114।

১৬। **পাত্র :** হাওড়া নিবাসী, Construction ব্যবসা, উচ্চ-মাধ্যমিক, বয়স-৩৫, উচ্চতা- ইঞ্চি, যোগাযোগ : 9051479751।

১৭। **পাত্রী :** বয়স ২২, উচ্চতা- , যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। যোগাযোগ : 9800678720।

১৮। **পাত্রী :** গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-২৪, উচ্চতা- ফর্সা। যোগাযোগ : 9433797013 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

১৯। **পাত্র :** মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বয়স : ৩৩, ব্যবসায়ী। যোগাযোগ : 9007177808।

২০। **পাত্রী :** MA পাশ, বয়স-২৫, সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 9433800412।

২১। **পাত্র :** BA পাশ। বেলুড় (হাওড়া) নিবাসী। উচ্চতা- , পেশা : ব্যবসা, যোগাযোগ : 9674749102, 8420340586।

২২। **পাত্রী :** রামপুর (মহেশতলা) নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স- ২৪+, সুশ্রী, বি.এ., যোগাযোগ : 8981881225।

২৩। **পাত্রী :** ২২ বছর। উচ্চমাধ্যমিক। উচ্চতা- , Deaf & Dumb, সুশ্রী। যোগাযোগ : 9874283561 / 8442909390।

২৪। **পাত্রী :** বিবেকনগর (শ্যামনগর) নিবাসী, সুশ্রী, বয়স-২১, বি.এ. (জেনারেল) পাশ। সুপাত্র চাই। যোগাযোগ : 8336904334।

২৫। **পাত্র :** বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারী ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-২৮, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9674600827।

২৬। **পাত্রী :** মহেশতলা-নিবাসী, উচ্চতা- , বয়স-২৪। MSc এবং IISER-Bhopal-এ গবেষণারত, যোগাযোগ : 8240369272 / 033-24909742।

২৭। **পাত্রী :** সোদপুর নিবাসী, B.Tech (IT), বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত। বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 8902706047।

২৮। **পাত্রী :** দমদম নিবাসী, M.A., B.Ed., M.Ed., বয়স-২৭, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9830198441।

২৯। **পাত্রী :** টালিগঞ্জ নিবাসী, B.A. পাঠরতা। বয়স-২৩। যোগাযোগ : 9831598071 / 8272917387।

৩০। **পাত্র :** ময়নাগুড়ি-জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স-২৯, উচ্চতা- , শিক্ষা : M.Tech (IIT-Guwahati); বর্তমানে Sikkim Manipal University-র Asst. Projessor, যোগাযোগ : 9641327231

৩১। **পাত্র :** বেহালা নিবাসী, LIC-তে কর্মরত। বয়স-৩৯, সুশ্রী, উচ্চতা- , যোগাযোগ : 9051530515.

Buddha's Teachings To Be Incorporated in Curricula

Highlighting the importance of Gautam Buddha's teachings in the present day world, Union Human Resource Development (HRD) Minister Prakash Javadekar said-his teachings will be incorporated in the curricula. ''Buddha gave to the world the basic philosophy of tlife that presches significance of kindness and compassion. We plan to incorporate his philosophies in the syllabi,'' Javadekar said while speaking at an event organised by the Culture Ministry on Buddha Purnima, the birth anniversary of the founder of Buddhism.

''Buddha also taught that greed for money doesn't lead anywhere. There are no almirahs in the grave. That is what the young India, needs to know. That is why his ideologies are significant,'' Javadekar said.

Speaking on the occasion, Union Culture Minister Mahesh Sharma said Buddha's teachings are more relevant today.

''Compassion, amity, human values, non-violence, and an alternative to the caste system are more significant issues at present,'' he said.

Minister of State for Home Kiren Rijiju said, ''India has been a superpower in the past. It is developing to be a world superpower again. Following Buddha's values and his path can help our country achieve it.''

''There is so much of unrest and self-destruction occurring in the world. People are dying because of ego issues. If everyone is able to understand Buddha's message, these everyday incidents of terror attacks and crimes can end.'' he said.

Security Measures in and around Mahabodhi Temple, Buddhagaya

The Bihar government has incresed the secutity of the Mahabodhi Temple in Bodh Gaya. Buddhism's holiest shrine, following the arrest of the main suspect of the 2008 Ahmedabad serial blasts in the own.

Nine years ago, 16 explosions within a span of 70 minutes had killed 56 people in Ahmedabad on 26 July.

Tausif Khan, a 35-year-old engineer, and two others were caught after this week a cyber cafe owner reported him to the police for a social media post. The police is now trying to find out if Khan, wanted in 35 terror cases, was planning to target Boodh Gaya temple and had formed new networks in the town 100 km from Patna.

The Mahabodhi Temple complex is located in Bodh Gaya, the place where the Buddha is believed to have attained enlightenment. It was the target of a series of Blasts in July 2013 that injured one person.

The attack made headlines across India and beyond. Operatives of the Indian Mujahideen arrested for the balsts said they were aimed at international Buddhist tourists to avenge the killings of Rohingya Muslims in Myanmar.

After the Incident, the then Bihar Government led by Cheif Minister Nitish Kumar and the Congress-led Central government announced that the Central Industrial Security Force or CISF will be taking over the security of the temple.

However, the temple remains under the protection of the state police as the Bihar gvovernment deemed the central secuiry too expensive.

''We calculated the cost and the demand of other facilities which included housing and accommodation for forces and it was found to be exorbitant. But we have given two companies of Bihar military police which means 130 jawans are their guarding the temple and vicinity,'' a senior Bihar Police officer said, requesting not to be named.

''We also have the advantage of a company of special task force and ATS also stationed there We review the security preparedness at a regular interval,'' he added.

Bihar Police spokesperson SK Singhal siad, ''It's up to the government to decide but I can assure you our security there ensured even the Kalachakra festival, where over a million Buddhists participated eariler this year, took place without a hitch.''

Sources say the Bihar government insists the centre should pick up the tab for the CISF protection as the Mahabodhi Temple is an UNESCO World Heritage site. The centre, however, says law and order being a state subject, it should be the Bihar government which foots the bill.

Enbracing in Buddhism

More than 300 Dalits on 30th September 2017, Saturday embraced Buddhism in Ahmedabad and Vadodara on the occasion of Ashoka Vijaya Dashami-the day the ruler is said to have pledged non-violence and converted to the religion—coordinators of the progammes said.

Around 200 Dalits, fifty of them women, converted to Buddhism at a programme organised by the Gujarat Buddhist Academy, Ahmedabad said the organisation's secretary Ramesh Banker.

''Deeksha (initiation) was given by a Buddhist religious head from Kushinagar, the place where Lord Buddha gave up his body to attain Parinirvana,'' Banker said.

At a function in Vadodara, over 100 dalits converted to Buddhism. Ven. Pragna Ratna, a monk from Porbandar, gave them the Deeksha, said Madhusudan Rohit, coordinator of the event.

''There wasn't any particular organisation behind this program...over 100 persons converted voluntarily,'' said Rohit, who is the zonal coordinator of the Bahujan Samaj Party.

''We chose Sankalp Bhoomi (in Vadodara) to organise the conversion as it was here that Babasaheb Ambedkar had, on September 23 a century ago, spent five hours before leaving the city and also his job as the Dewan of the royal Gaekwad family to launch his fight against untouchability,'' Rohit said.

''Ashok Vijaya Dashmi is important for us as on this day Ambedkar embraced Buddhism with lakhs of people in Nagpur in 1956. Ambedkar chose Vijaya Dashmi as it was on this day that Emperor Ashok had converted to Buddhism,'' he said.

ওয়ার্ল্ড পিস অ্যান্ড হারমোনি কনক্লেভ শীর্ষক অনুষ্ঠানে হালকা মেজাজে দলাই লামা

মুম্বাই ১৩ই আগস্ট, অনুষ্ঠিত হল বিশ্বশান্তি ও সম্প্রীতি সম্মেলন। এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল ধর্ম ও বিশ্বশান্তির সম্পর্কে আলোচনা। এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাগণ সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। বৌদ্ধদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন দলাই লামা। তিনি সেখানে ধর্ম ও বিশ্বশান্তির উপর বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যোগগুরু রামদেবও। তিনি সেখানে দলাই লামার পাশে বসে ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে হঠাৎ দুই গুরুর কীর্তি দেখে সভার গম্ভীর পরিবেশ ভঙ্গ হয়ে হাসির রোল উপছে পরে সারা সভাগৃহে। প্রথমে দেখা যায় যোগগুরু রামদেব উঠে দলাই লামার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন। এবং প্রণাম করার সময়ে যোগগুরু রামদেবকে পিঠে চাপড়ে আশীর্বাদ করছেন দলাই লামা। প্রণাম সেরে রামদেব ওঠে দাঁড়াতেই যোগগুরু দাঁড়ি ধরে টান দিলেন দলাই লামা। তাঁর এই কৌতুক দেখে মঞ্চ ও সভায় উপস্থিত দর্শকরা জোরে হেসে উঠেন। প্রাথমিক ভাবে কিছুটা অপ্রস্তুত হলেও পরে রামদেব নিজেও হেসে ওঠেন।

সোশ্যাল সাইটের যুগে এই অসামান্য ছবিটি ভাইরাল হতে সময় লাগল না। দেখা গেল বিভিন্ন রকম মজার মন্তব্য। অনেকেই আবার সিরিয়াস ভেবেই মজা করে লিখেছেন— ভারত চীনের বৈরিতার মধ্যে এই ছবি অন্য বার্তা বহন করছে।

শিলিগুড়িতে মাস্টারদা সূর্যসেনের মূর্তির আবরণ উন্মোচন

শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনির "সূর্যসেন কলেজে" ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার মাস্টারদা সূর্য্যসেনের একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি সেখানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই কলেজটি তাঁর বিধান সভা এলাকার মধ্যেই পড়ে। তিনি এ দিন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অ্যাকসিডেন্ট ও মেডিকেল ইনসিউরেন্স করিয়ে দেন। এই জাতীয় ইনসিউরেন্স এ রাজ্যের অন্য কোন কলেজে নেই বলে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলেন।

ফেবারিট কেবিন

"মির্জাপুর স্ট্রিটে ফেভারিট কেবিনে কল্লোলের দল চা খেত। গোল শ্বেতপাথরের টেবিল, ঘন হয়ে বসত সবাই গোল হয়ে। ...নতুনবাবু সুজনসুলভ স্নিগ্ধতায় আপ্যায়ন করত সবাইকে। সে সংবর্ধনা এত উদার ছিল যে চা বহুক্ষণ শেষ হয়ে গেলেও কোনো সংকেতে যে যতিচিহ্ন আঁকত না...", *কল্লোল যুগ* বইয়ে লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তৎকালীন ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু, বিপ্লবী কামাখ্যা চক্রবর্তী এবং চট্টগ্রামের স্বদেশী যুবকরা চায়ের আড্ডায় আসতেন। দূর থেকে তাঁদের উপর পুলিশের কড়া নজর থাকত। আসতেন কাজি নজরুল, রামমনোহর লোহিয়া, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সুরেশ মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ বহু সাহিত্যিক শিল্পী বিশিষ্ট জন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের আড্ডার সাক্ষী এই চা-আগার। এ হেন 'ফেভারিট কেবিন' ১৯১৮-য় তৎকালীন ৬৯ মির্জাপুর স্ট্রিটে (বর্তমানে সূর্য সেন স্ট্রিট) চট্টগ্রামের পুঁটিয়া থানার বৈলতলি গ্রামের নতুনচন্দ্র বড়ুয়া প্রতিষ্ঠা করেন। পুঁটিয়া হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে নতুনচন্দ্র জীবিকার সন্ধানে দাদা গৌরচন্দ্র-র সঙ্গে কলকাতায় আসেন। আজও এখানে সকাল থেকে রাত অবধি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে তর্ক বিতর্কে আড্ডায় মশগুল এ কালের সাহিত্যিক শিল্পী চিকিৎসক সহ প্রবীণরা, তবে আজকাল তর্কবিতর্কে উত্তেজনার পারদ যে তুঙ্গে তা মালুম পাওয়া যায় অতীতের তুলনায় মাসিক কাপ ভাঙার সংখ্যায়, জানালেন প্রবীণ দিলীপচন্দ্র বড়ুয়া।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

সংবাদ এক নজরে

 রাষ্ট্রপতির লেহ পরিদর্শন ঃ ২১শে আগস্ট ভারতের নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বর্হির বিভাগের কার্যক্রম শুরু করেন উত্তর ভারতের বৌদ্ধ প্রধান অঞ্চল লাদাক ও লেহ শহরের পরিভ্রমনের মাধ্যমে। তিনি গত ২১শে আগট সেখানে গিয়ে সীমান্তে কর্মরত ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং তাদের উৎসাহিত করেন পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে। তারপর তিনি সেখানকার প্রধান শহর লেহতে গিয়ে "মহাবোধি ধ্যান কেন্দ্রের" ভিত্ত প্রস্তর স্থাপন করেন এবং সেই অঞ্চলের বৌদ্ধ গুম্ফাগুলি পরিদর্শন করে ভাগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রদর্শন করে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

 রাষ্ট্রপতির নাগপুর গমন ঃ নাগপুর ২২ সেপ্টেম্বর, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ গত ২২ সেপ্টেম্বর, নাগপুর গমন করেন। সেখানে গিয়ে প্রথমে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্ত্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অতঃপর সেখানে প্রতিষ্ঠিত বিপস্সনা ধ্যান কেন্দ্র উদ্বোধন করে স্থানীয় বৌদ্ধদের আয়োজিত এক মহতী সভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রয়াত শ্রী দোর্দ্দন্ড প্রতাপ বড়ুয়ার স্মৃতিতে ফেডারেশন বার্তার এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করলেন—

ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া

লাবণী এস্টেট সল্টলেক কলকাতা-৬৪

শুভেচ্ছা দান ঃ ২ টাকা

সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০টি/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী হইতে প্রকাশিত ও নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত